১. জৈনদের অনেকান্তবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বা অধিবিদ্যাগত সত্তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জৈন দার্শনিকগণ যে বহুমাত্রিক, বাস্তববাদী ও সমন্বয়ী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা দর্শনের ইতিহাসে 'অনেকান্তবাদ' নামে খ্যাত। 'অনেকান্ত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—'অনেক' এবং 'আন্ত' (যার অর্থ দিক, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য)। অর্থাৎ, যা বহু ধর্মবিশিষ্ট, তাই অনেকান্ত। জৈন অধিবিদ্যা কোনোভাবেই অজ্ঞেয়বাদ বা সংশয়বাদ নয়। জৈন অধিবিদ্যা হলো একটি সুদৃঢ় বস্তুবাদী দর্শন। জৈনদের মতে, বাহ্যজগতের বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং প্রতিটি বস্তু অগণিত বা অনন্ত ধর্মের আধার। বস্তুর এই অসীম বৈচিত্র্যময় রূপকে কোনো একক বা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণভাবে জানা বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

জৈন অধিবিদ্যায় দ্রব্যের লক্ষণে বলা হয়েছে- "গুণপর্যয়বৎ দ্রব্যম্", অর্থাৎ, দ্রব্য হলো গুণ ও পর্যায়ের সমষ্টি। দ্রব্যের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য জৈনরা এর দুটি মৌলিক দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। **প্রথমত,** 'গুণ' হলো দ্রব্যের সেই স্থায়ী, অপরিহার্য ও শাশ্বত বৈশিষ্ট্য, যা সর্বদা দ্রব্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজ করে। গুণের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্রব্য নিত্য, অবিনশ্বর এবং উৎপত্তি-বিনাশরহিত। **দ্বিতীয়ত,** 'পর্যায়' হলো দ্রব্যের অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী ও রূপান্তরশীল অবস্থা বা প্রকাশভঙ্গি। পর্যায়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্রব্য সর্বদা পরিবর্তনশীল, উৎপত্তি ও বিনাশশীল। উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণের ক্ষেত্রে তার ধাতব সত্তা ও উজ্জ্বলতা হলো তার নিত্য গুণ; কিন্তু স্বর্ণ দিয়ে যখন কখনো আংটি, কখনো বা বালা তৈরি করা হয়, তখন সেই আকারগুলি হলো তার পরিবর্তনশীল পর্যায়। আংটি ভেঙে বালা তৈরির সময় আংটি রূপ পর্যায়ের বিনাশ এবং বালা রূপ পর্যায়ের উৎপত্তি ঘটে, কিন্তু মূল স্বর্ণের গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং, জৈন দৃষ্টিতে বস্তু একই সাথে সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য। বস্তু একই আধারে অনন্ত ধর্মের আশ্রয়স্থল হওয়ায় একে 'অনন্তধর্মকম্ বস্তু' বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য ধারার সাথে জৈন অনেকান্তবাদের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণত চরম বা একপাক্ষিক অবস্থান গ্রহণ করেছে, যাকে জৈন দার্শনিকগণ 'একান্তবাদ' আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত কেবল নিত্য ও শাশ্বত ব্রহ্মকেই চরম সত্য বলে স্বীকার করে সমগ্র পরিবর্তনশীল জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলেছে। এই মতের বিপরীতে বৌদ্ধ দর্শন কোনো স্থায়ী সত্তাকে স্বীকার না করে শুধুমাত্র ক্ষণিকত্ব ও রূপান্তরশীলতাকেই একমাত্র সত্য বলে দাবি করেছে (ক্ষণভঙ্গুরৈকান্তবাদ বা অনিত্যতৈকান্তবাদ)। জৈন দর্শন এই উভয় চরমপন্থী অবস্থানকে আংশিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। জৈনদের মতে, বেদান্ত বা বৌদ্ধ দর্শনের কোনো বক্তব্যই সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়; তারা প্রত্যেকে বস্তুর অনন্ত ধর্মের মধ্য থেকে কেবল একটি বিশেষ ধর্মকে জেনে সমগ্র সত্য বলে দাবি করেছে। তাই তাদের মতামত আংশিক সত্য প্রকাশ করলেও পূর্ণ সত্য নয়।

অনেকান্তবাদের বাস্তব ভিত্তি বোঝাতে জৈন দর্শনে জন্মান্ধ ব্যক্তিদের হস্তী দর্শনের সুবিখ্যাত রূপকটি ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে তার বর্ণনা দিয়েছিল। যে ব্যক্তি পা স্পর্শ করেছিল সে হাতিকে 'খুঁটির মতো', যে কান স্পর্শ করেছিল সে 'কুলোর মতো' এবং যে ব্যক্তি লেজ স্পর্শ করেছিল সে হাতিকে 'দড়ির মতো' বলে দাবি করেছিল। প্রত্যেকের অনুভব নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক হলেও সামগ্রিকভাবে কেউই হাতির পূর্ণাঙ্গ রূপ জানতে পারেনি। তেমনি সাধারণ মানুষ বস্তুর অনন্ত রূপের মধ্য থেকে কেবল কয়েকটি বিশেষ রূপ বা ধর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে, ফলে তাদের জ্ঞান আপেক্ষিক ও আংশিক হয়। জৈন মতে, সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই বস্তুর সমগ্র ধর্ম একবারে জানা সম্ভব নয়। কেবল সাধনার দ্বারা সমস্ত কর্মবন্ধন ক্ষয় করে যারা 'কেবলজ্ঞান' বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেই তীর্থঙ্কর বা কেবলী পুরুষই বস্তুর অনন্ত ধর্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

এই তত্ত্বতাত্ত্বিক অনেকান্তবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে জৈন জ্ঞানতত্ত্বে 'স্যাদ্বাদ' (আপেক্ষিকতার নীতি) এবং 'নয়বাদ' (আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার)-এর বিকাশ ঘটেছে। কোনো মতকেই চরম ভুল না বলে প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত সত্যের অংশটুকুকে সম্মান জানানোই এই দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলা যায়, জৈন অনেকান্তবাদ ভারতীয় দর্শনে এক অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোজন। অনেকান্তবাদ শুধুমাত্র বিমূর্ত অধিবিদ্যক তত্ত্ব নয়; গভীর পরমতসহিষ্ণুতা ও উদার নৈতিকতার এক বাস্তব রূপরেখা। অন্ধ গোঁড়ামি, অহংকার ও বৌদ্ধিক অসহিষ্ণুতা পরিহার করে সমস্ত বিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য খোঁজার যে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি জৈন দর্শন উপস্থাপন করেছে, তা বিশ্বদর্শনের ইতিহাসে চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে।